# রূপালি ডানার মিগ ও দুই সিংহ হৃদয় বীরের অজানা কাহিনী! (শেষ পর্ব)

এক পর্যায়ে আকাশ থেকে মিগ ও হেলিকপ্টার নেমে গেলে আমরাও আস্তে আস্তে ছাঁদ থেকে নেমে যাই। তার একটু পরেই বন্ধু'র বাসা থেকে নোট আনার অযুহাতে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি ঢাকার রাস্তায়। ৩৩৬ নম্বরে কর্নেল তাহের'এর বাড়ির সামনে দেখলাম কর্নেল তাহেরের ছোট দুই ভাই, বাহার, বেলাল'কে ছুটাছুটি করতে। ৩৩৪ নম্বরের একতলায় মাহমুদ সাহেব নামে এক সাংবাদিক থাকতেন, তিনি 'দ্য ওয়েইভ' নামে এক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেই সময় দেখেছিলাম, বাহার, বেলাল'কে খুব ঘন ঘন ৩৩৪ নম্বরে যাতায়ত করতে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, 'দ্য ওয়েইভ'এর প্রেসেই সিপাহী বিপ্লবের সব লিফলেট ছাপানো হয়েছিল এবং পরে বিচারে কর্নেল তাহেরের সাথে মাহমুদ সাহেবেরও জেল হয়েছিল।

১৫ আগষ্টের নারকীয় হত্যাকান্ডের পর থেকেই খুনী মোস্তাক ও ফারুক-রশীদ গং সেনাবাহিনী'র 'চেইন অফ কমান্ড' ভেঙ্গে, ট্যাংক দ্বারা পরিবেস্টিত অবস্থায় বংগভবন'এ অবস্থান করছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করা হচ্ছিল যে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বাধীন 'বেঙ্গল ল্যান্সার' এর ট্যাংক গুলি বঙ্গভবনের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছিল এবং সোহরোয়ার্দী উদ্যান'এর চারিদিকে অবস্থান গ্রহন করেছিল।
**'আই এম আ রেবেল এন্ড উইল রিমেইন সো'**! ১৫ আগষ্টের নারকীয় হত্যাকান্ডের ঘটনার নির্মমতা ও আকস্মিকতায় একদিকে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত, বিশাল কিন্তু অসংগঠিত আওয়ামী লিগের কর্মীবাহিনী দিকনির্দেশনা বিহীন এবং একই সাথে হতভম্ব। অন্যদিকে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ সহ দুই বাহিনী প্রধানের লজ্জাজনক আত্মসমর্পন, ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে একজন অসম সাহসী সেনা কর্মকর্তা নিস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছিলেন প্রতিবাদ করতে। যিনি কখনোই এই অন্যায় মেনে নেন নি, আর **এই অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধার নাম কর্নেল শাফায়াত জামিল**, বীর বিক্রম। ব্রিগেড কমান্ডার; ৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড। আসুন, আপনাদেরকে এই বীরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।

৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড'এর ততকালীন মেজর পদবির ষ্টাফ অফিসার, (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষায়, "১৫ই আগষ্টের অভ্যূথ্যানকে প্রথম থেকেই শাফায়াত জামিল মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তার উর্ধতন কমান্ডারের কোন দিক নির্দেশনা না থাকাতে তার চুপ করে হজম করা ছাড়া আর কিছুই করনীয় ছিলনা। ১৫ই আগষ্টের ডালিমের রেডিও ঘোষনার পর কুমিল্লায় ৪৪ ব্রিগেড অধীনস্থ ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর অনেক সৈনিক ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ে যা পরে শাফায়াত জামিলের হস্তক্ষেপে থামানো হয়"।

১৭ আগষ্ট আর্মি হেডকোয়ার্টারে রশীদ আর ফারুক সব সিনিয়ার অফিসারদের ব্রিফিং শুরু করলে শাফায়াত জামিলের দৃঢ়তার জন্য ওই ব্রিফিং সেশন শেষ করতে পারেন নি। অক্টোবরের মাঝামাঝি শাফায়াত জামিল নিশ্চিত হলেন যে, সেনা প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান 'চেইন অফ কমান্ড' ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যাবস্থা গ্রহন করতে চান না বা আরও সময় নিতে চান। "অক্টোবরের শেষের দিকে নিশ্চিত হলাম যে, শাফায়াত জামিল প্রয়োজন বোধে খালেদ মোশাররফকে নিয়েই কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। তার লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা"।

২-৩রা নভেম্বর মধ্য রাতে যখন আস্তে আস্তে মেজর ইকবালের অধীনস্ত বংগভবন পাহাড়ায় নিয়োজিত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানী কোন কারন দর্শানো বা বঙ্গভবনের নির্দেশ ছাড়াই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেলে শুরু হল, খালেদ আর শাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত 'চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার' অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যূথ্যান।

এই পাল্টা অভ্যূত্থান'এর মধ্য দিয়েই ১৫ই আগষ্টের খুনীদের ক্ষমতা ও দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। খুনী মোস্তাক ও তার সহযোগীদের অপসারন করা হয় ক্ষমতা ও বঙ্গভবন থেকে। যার নেপথ্যে, মূল নায়ক ছিলেন **কর্নেল শাফায়াত জামিল**, বীর বিক্রম।

বাসা থেকে বের হয়ে, আমি সাইকেল নিয়ে প্রথমে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত যাই, তার পর রমনা পার্কের ভিতর থেকে দেখি সোহরোয়ার্দী উদ্যান'এর চারিদিকে অবস্থিত সব ট্যাংক স্টার্ট দেওয়া অবস্থায়! তার পর সাইকেল চালিয়ে কাওরান বাজারে গেলে দেখতে পাই, ইটের স্তুপ এর মাঝে মাঝে অনেক ইনফ্যান্ট্রি সোলজার পজিশন নিয়ে আছে। সেখানে একটি এন্টিট্যাংক গান দেখি। তারপর সাইকেল চালিয়ে হাতিরপুল হয়ে এলিফেন্ট ও নিউ এলীফেন্ট রোড'এ গেলে বন্ধুদের কাছে শুনতে পাই মিরপুর রোড'এ অনেক ইনফ্যান্ট্রি সোলজার পজিশন নিয়ে আছে। আমার এক বন্ধুদের পুরানো ঢাকায় ব্যাবসা ছিল, সে জানালো গত রাতে 'জেলখানায় অনেক গোলাগুলি হয়েছিল! আমরা তাড়াতাড়ি মিরপুর রোড'এ গেলে, ধানমন্ডি দুই নম্বর রোড এবং মিরপুর রোডের সংযোগ স্থলে বেশ কিছু ইনফ্যান্ট্রি সোলজার দেখতে পাই।

কাওরান বাজার, হাতিরপুল হয়ে এলিফেন্ট রোড ও নিউ এলিফেন্ট রোড'এর উত্তরের এলাকায় ছিল ৪৬ ব্রিগেডের ১ম ও ২য় বেঙ্গলের অবস্থান এবং দক্ষিনে কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বাধীন 'বেঙ্গল ল্যান্সার' এর ট্যাংক গুলি বঙ্গভবনের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছিল এবং সোহরোয়ার্দী উদ্যান'এর চারিদিকে অবস্থান গ্রহন করেছিল। অন্যদিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট'এ অবস্থিত কর্নেল রশিদের নেতৃত্বাধীন ২ ফিল্ড আর্টিলারী'কে রাতের মধ্যেই ৪ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঘিরে নিস্ক্রিয় করে ফেলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই দুইটি ইউনিট'ই সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমান্ড ভেঙ্গে, ১৫ আগষ্টের অভ্যূথ্যান ঘটায়।

পালটা অভ্যুথ্যানের খবর পেয়ে ৩রা নভেম্বর ভোর চারটার দিকে বঙ্গভবনে আবস্থিত 'বেঙ্গল ল্যান্সার' এর কিছু সৈন্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যায় এবং রাজবন্দী থাকা অবস্থায় হত্যা করে জাতীয় চার নেতাকে। যেহেতু সেন্ট্রাল জেল এলাকা ৪৬ ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিল এবং একইসাথে ইন্টেলিজেন্সের ব্যার্থতার কারনে (!) এই নারকীয় হত্যাকান্ডের খবর ৪ বেঙ্গলে অভ্যুথানের হেড কোয়ার্টারে পৌছাতে একদিনের বেশি লেগে যায়! ৪ ঠা নভেম্বর সকালে, "প্রায় ২৪ ঘন্টার উপরে হয়ে যাওয়া ঘটনা শুনে শাফায়াত জামিল উন্মাদ ও উত্তেজিত হয়ে খালেদ মোশাররফকে অন্যান্য চিফ সহকারে বঙ্গভবনে গিয়ে এর প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের জোড়ালো দাবী জানান"।

**আমার দেখা নভেম্বরের সেই ৪ দিনঃ ৩রা নভেম্বর** সন্ধ্যার আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু এখনকার জাতীয় যাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। সেই সময় দেখলাম কয়েকটি আর্মী জি়প খুব দ্রুত উত্তর দিকে চলে গেল। আমরা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম, কারন জিপ গুলির ভিতরে কয়েকজন মহিলা (!) ছিল। রাতে পৌনে আটটায় বি বি সি'র খবরে জানতে পারলাম, ১৫ আগষ্টের খুনীরা সপরিবারে দেশত্যাগ করেছে।

**জেল হত্যা এবং ৪ ও ৫ নভেম্বরঃ** সকালে আমাদের বাসার সামনে ৩৪৪ নম্বরে মাদারীপুর/শরিয়তপুর থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লিগ দলীয় এম, পি, আবিদুর রেজা খান এর বাসার সামনে দেখি জটলা হচ্ছে। আমি সেখানেই প্রথম শুনতে পাই জেলহত্যার কথা। আমাদের গলির উলটা দিকের গলির মুখের বাসা ছিল, ততকালীন যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক প্রয়াত জনাব সৈয়দ আহমেদ এর শ্বশুর বাড়ি। তার দুই শ্যালক আমার বন্ধু ছিল। তাদের একজন আমাকে গত কালকেই 'জেলখানায় অনেক গোলাগুলি হয়েছিল' বলেছিল।

আমি তার সাথে সাত মসজিদ রোডে শহীদ তাজউদ্দিনের সাহেবের বাড়ির সামনে যাই এবং অনেক লোকের ভিড় দেখতে পাই। আমার এখনো ভাবতে খারাপ লাগে যে, আমি কেন সেদিন ভিতরে প্রবেশ করলাম না? আসলে সেই সময় শহীদ তাজউদ্দিন সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল, হয়তো তাই ভিড় দেখে চলে এসেছিলাম। সেই দিন দোয়েল চত্বরের কাছে জাতীয় নেতাদের কবরের পাশে এই চার জাতীয় নেতাদের জন্য কবর খোড়া হলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধায় কবর দেয়া সম্ভব হয় নাই!

**জেল হত্যার প্রতিবাদে হরতালঃ** এই দিন সকালে জেল হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামি লীগ হরতাল আহবান করে। আমি সকালে নাস্তা খেয়েই, ইংরেজী নোট আনার নামে হরতাল দেখতে বের হয়ে যাই। জেলহত্যার খবর ও সার্বিক অনিশ্চয়তার কারনে রাস্তা এমনিতেই খালি ছিল। ঢাকা কলেজের উল্টা দিকে, দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে আমার পূর্বপরিচিত ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, এক বড় ভাই'কে দেখি পিকেটিং করতে। আমিও তার সাথে যোগ দেই। কিন্তু একটু পরেই পুলিশের ধাওয়া খেয়ে বলাকা সিনামার সামনে দিয়ে নীলক্ষেতের দিকে চলে যাই। উদ্দেশ্য, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে স্কুলের বন্ধুদের সাথে নিয়ে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকা ঘুরে দেখা এবং নতুন খবর সংগ্রহ।

**শোক মিছিলঃ** নীলক্ষেত পুলিশ ফাড়ি পার হতেই দেখি রাস্তার অন্যপাশে আবু সাঈদ ছাত্রাবাসের সামনে অনেক কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের এলিফেন্ট রোডের বড় ভাই, প্রয়াত লুতফর রহমান ফারুক (এরশাদের আমলে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে নির্বাচিত জাতীয় পার্টি'র এম, পি), যিনি কালা ফারুক নামে সেই সময় ঢাকায় পরিচিত ছিলেন, তাকেও দেখলাম। সেদিনের মিছিলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি'র ছাত্রলীগ সাহসী নেতা বলে পরিচিত, হাতির পুলের লুকু ভাই'ও ছিলেন। এই দুই সাহসী ছাত্রনেতাই পরবর্তীকালে দুঃখজনক ভাবে নিহত হন।

নীলক্ষেত পুলিশ ফাড়ির সামনে অনেক পুলিশ থাকলেও তারা কোন বাধা দিচ্ছিল না! আমি মহসীন হলের খেলার মাঠের দেয়ালের উপর বসে সব দেখছিলাম আর ভাবছিলাম পুলিশ এইবার ধাওয়া দিলে হয় স্কুলে (ইউ ল্যাব), না হয়তো কাটাবনের মধ্য দিয়ে এলিফেন্ট রোডের দিকে, দিব এক দৌড়! রাস্তার অন্য পাশ থেকে, পাড়ার বড় ভাই ও সাহসী নেতা ফারুক ভাই আমাকে মহসীন হলের খেলার মাঠের দেয়ালের উপর বসে থাকতে দেখে, 'নাজমুল, এদিকে আস' বলে ডাক দিলে, আমিও মিছিলে যোগ দেই। একজন সাদা চুলের নেতা ছিলেন সেই মিছিলে, যাকে দেখে আমি আমার এককালীন স্কুল ফ্রেন্ড সুমনা হাসানের বাবা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান বলে ভেবেছিলাম। পরে কেউ একজন বলেছিল, ইনি আওয়ামি লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীতে বরিশালের এম, পি)। অভূথ্যানের নায়ক, খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই রাশেদ মোশাররফ'ও ছিলেন সেই মিছিলের সামনে। তারা সামনে থাকাতে মিছিলের সবার মত আমিও বেশ ভরসা পেয়েছিলাম। আমি মিছিলের সাথে সাথে হাটতে হাটতে ৩২ নম্বর পর্যন্ত যাই এবং ফেরার পথে উল্টা দিকে কলাবাগান সাইডে 'কাঁলাচাদ মিষ্টান্ন ভান্ডার'এর সামনে কর্নেল তাহেরের ছোট দুই ভাই, বাহার এবং বেলাল'কে দেখতে পেয়েছিলাম! অনেক বছর পরে ম্যাগাজিনে বেলালের সাক্ষাতকার পড়ে জানতে পারি, তারা দুই ভাই সেইদিন 'আওয়ামী লিগের জনসমর্থন পরিমাপ করছিলেন"!

**৬ নভেম্বরঃ** এই দিন ইত্তেফাকে 'খালেদ মোশাররফের মা মিছিলের সামনে' এই ছবি দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রনদিত ভাবে খবর ছাপা হলে, ৩রা নভেম্বরের এই মহান উদ্যোগ, আওয়ামী লীগ পন্থি ক্যু বলে গুজব ছড়ায়। সেই দিনই খালেদ মোশাররফ এই প্রসঙ্গে আলাপকালে বলেন, "মা জানলও না য্ আমার কি ক্ষতি হয়ে গেল এই ছবির ফলে"! একই দিনে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে

আগাখান গোল্ড কাপের খেলা শেষে জাসদের সমর্থক'রা বিপ্লবের উদ্দেশ্যে লিফলেট ছড়ায়। যা খেলাশেষে বাসায় ফেরার সময় দেখতে বায়তুল মোকাররমের সামনে আমরা দেখতে পাই।

সেই সময়, ৩ থেকে ৬ ,নভেম্বর এই চারদিন, খালেদ মোশাররফ'এর  রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষন না দিয়ে জাতিকে অন্ধকারে রাখা, মোস্তাক গং কে শেষ না করে মোস্তাক গং এর সাথে আলোচনা করা (!!!), সেনাপ্রধান হওয়া এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ এ সময় ক্ষেপন করার ফলে  এবং একই সময়ে কর্নেল তাহের এর নেতৃত্বে পরবর্তীতে ৭ নভেম্বর 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামক হঠকারী রাজনৈতিক পরীক্ষা'র ফলে, ৩রা নভেম্বরের এই মহান উদ্যোগ ব্যার্থ হয়ে যায়। ৭ নভেম্বর সকালে শেরে বাংলা নগরে, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম এবং কর্নেল হুদা, বীর উত্তম ও ক্রাক প্লাটুনের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম; ২ ফিল্ড আর্টিলারীর উচ্ছৃংখল সৈনিকদের হাতে নিহত হন।

এই মহান উদ্যোগ ব্যার্থ হয়ে গেলে, "শাফায়ার জামিলকে (ফোনে) পেয়ে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন 'ফরগেট এন্ড ফরগিভ। ইউ কাম ব্যাক'। তার উত্তরে শাফায়াত জামিল এরকম একটা কিছু বলেছিলেন, **'আই এম আ রেবেল এন্ড উইল রিমেইন সো'" !** ৭ নভেম্বর সকালে বঙ্গভবন ত্যাগের সময় শাফায়াত জামিল আহত হন এবং তার একটি পা ভেঙ্গে যায়, যার ফলশ্রুতিতে আজও তিনি খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটেন।

পরবর্তী সরকারের সামরিক আদালত, এই মহান দেশপ্রেমিক'কেও  মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। পরে সামরিক বাহিনী'র (বিশেষত ৪ বেঙ্গল এর) আভ্যন্তরীন চাপের কারনে মৃত্যুদন্ড বাতিল করে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আর প্রায় একই সময়ে ১৫ আগষ্ট ও জেলহত্যার খুনী'দের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়!

**৭১ এ ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিলঃ** স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে, ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিল, ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অধীনে ব্রাম্মনবাড়িয়া'য় অবস্থান করছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তাদের 'নিরস্ত্রীকরন ও বিচ্ছিন্নকরন' প্রক্রিয়ার অধীনে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট'এর সিনিয়র মোস্ট বাঙ্গালী অফিসার মেজর খালেদ মোশারফ'কে কোন এক অপারেশান এর অযুহাতে সিলেটে পাঠিয়ে দেয়।

প্রতক্ষ্যদর্শী মেজর আখতার হোসেনের  বর্ননা মতে, ২৭ মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিল কালবিলম্ব না করে,  ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার সহ তিনজন পাকিস্তানী অফিসার'কে বন্দী করেন এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর নেতৃত্ব গ্রহন করেন। একই সাথে তিনি ব্রাম্মনবাড়িয়া'য় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু এবং মেজর খালেদ মোশারফ'এর সাথে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে তিনি ৩য় বেঙ্গলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে  বীরত্বপূর্ন ও ভয়াবহ যে বিশটি যুদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিতেই  কর্নেল শাফায়াত জামিল নেতৃত্ব দেন। আমি তার কয়েকটির নাম ও কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। তথ্যসুত্রে উল্লেখিত বই গুলি পড়লে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন এই বীর সম্পর্কে।

১৯৭১ সালে ততকালীণ রংপুর জেলার রৌমারী থানাই ছিল একমাত্র থানা, যা নয় মাসই মুক্ত ছিল। কর্নেল শাফায়াত জামিল  মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৩য় বেঙ্গলের সাথে সিলেটে মূভ করার পূর্ব পর্যন্ত এই মুক্তাঞ্চলের দ্বায়িত্বে ছিলেন। 'অপারেশন বাহাদুরাবাদ ঘাট' এর রূপকারও এই কর্নেল শাফায়াত জামিল!

**ব্যাকগ্রাউন্ডঃ** সামরিক দিক থেকে সিলেট-তামাবিল-শিলং সড়কটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পাক হানাদার বাহিনী এই সড়কটিকে রক্ষার জন্য এই সড়কের বিভিন্ন জায়গায় সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা গড়ে তোলে। গোয়াইনঘাট, রাধানগর, ছোটখেল ছিল, এই প্রতিরক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ন অংশবিশেষ।

**মৃত্যুঞ্জয়ী শাফায়াত জামিলঃ** ২৪ অক্টোবর ১৯৭১; গোয়াইনঘাট, সিলেট। মুক্তিবাহিনী গোয়াইনঘাট দখলের উদ্দেশ্যে আক্রমনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়, হেলিকপ্টারে মুক্তিবাহিনীর পিছনে পাকিস্তানী সৈন্য দিয়ে নামিয়ে দিয়ে পাল্টা আক্রমন শুরু করলে, মুক্তিবাহিনীর বেশ কিছু সদস্য প্রান হারান এবং অনেক সদস্য ট্রাপে পড়ে যান এবং তাদের জীবনাশংকা দেখা দেয়। “এই পর্যায়ে নিখোজ প্লাটুনগুলোকে  উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য **একটি ‘সুইসাইড স্কোয়াড’ গঠন করা হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিল।**

মেজর শাফায়াত জামিল এই ‘সুইসাইড স্কোয়াড’ নিয়ে আক্রমনকারী বাহিনীকে ধাওয়া করেন”। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্য শহীদ হন। শাফায়াত জামিলের অসম সাহসিকতার জন্য মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্য শত্রুর ট্রাপ থেকে জীবন নিয়ে বের হয়ে আসতে পারেন। এক পর্যায়ে শত্রুর আক্রমন কমে গেলে, “সহযোদ্ধাদের অনেককেই হারিয়ে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক উন্মাদের মত তাদের খুজতে বের হন”।

**ছোটখেল আক্রমন এবং দখলঃ** ২১ এ নভেম্বর বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস ডে। এই দিন থেকেই চুড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে সব সেক্টরে মুক্তিবাহিনী একযোগে আক্রমন শুরু করে এবং মিত্রবাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহন করে।

২৬ নভেম্বর, ছোটখেল, সিলেট। আনুমানিক সকাল ৫.৩০। ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট ছোটখেল দখলের উদ্দেশ্যে গোলন্দাজ বাহিনী’র সহায়তায় ছোটখেল আক্রমন করে এবং ব্যার্থ হয়। এই আক্রমনে ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট’এর ৪ জন অফিসার ও ৬৭ জন সৈনিক নিহত হয়, আহত হয় ১২০ জনের মত।

“২৮ নভেম্বর, ১৯৭১। এই সময় ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল তার এস এম জি নিয়ে একজন সাধারন সৈনিক হিসাবে আক্রমনে যেতে উদ্যত হন। কোম্পানি অধিনায়ক এবং প্লাটুন কমান্ডারগন মিলিত ভাবে তাকে রিয়ারে থাকার যৌক্তিকতা বুঝাতে ব্যার্থ হন”। এই দিন তিনি সামনে থেকে ছোটখেল আক্রমনের নেতৃত্ব দেন। এই অতর্কিত আক্রমনে পাকিস্তানিরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যায় এবং ছোটখেল মুক্তিবাহিনী’র দখলে আসে। মেজর শাফায়াত জামিল ছোটখেল আক্রমনে আহত হন। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি ক্যাপ্টেন থেকে মেজর পদে উন্নীত হন।

**কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম সম্পর্কে নজরুল ভাই সহ অন্যদের বক্তব্য।**

আমি মুক্তিযুদ্ধের ও ৭৫ এর ঘটনাবলী, ও সেই সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তির অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য প্রকাশিত সব বই, অনেক সাক্ষাতকার, ওয়েবসাইট তন্ন তন্ন করে ঘেটেছি। এই দুই প্রচারবিমুখ বীর, বিশেষ করে কর্নেল শায়ায়াত জামিল সম্পর্কে সব সহকর্মী, সহযোদ্ধা’র শ্রদ্ধা আর সম্মান প্রদর্শন সত্যিই অতুলনীয়! যেহেতু স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত’এর কর্মজীবন খুবই সংক্ষিপ্ত আর তিনি বৈমানিক ছিলেন, তাই এই প্রচারবিমুখ বীর সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় নাই। আমি কর্নেল শায়ায়াত জামিল সম্পর্কে তার সহকর্মীদের বক্তব্য হুবহু তুলে দিচ্ছি।

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন (৭৫ এ ষ্টাফ অফিসার, ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড) এর বর্ননা অনুযায়ী, "তাকে (কর্নেল শায়ায়াত জামিল ) আমি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও নীতিবান ব্যাক্তি হিসাবে আজ়ও শ্রদ্ধা করি। তার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা ছিল। তবে মাঝে মধ্যে তাকে বেশ আবেগপ্রবন মনে হত"।

মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী বীর বিক্রম এর মতে, "ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিল সরাসরি সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে প্রশ্ন করলেন, তিনি সেনাবাহিনী কমান্ড করছেন, নাকি ছয় মেজর বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনী কমান্ড করছেন? কর্নেল শাফায়েত জামিল ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের ভোর থেকেই হত্যাসহ সেনা আইন ভঙ্গের অপরাধে ছয় মেজরকে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অন্যদিকে, আর্টিলারি ও ট্যাংক রেজিমেন্ট মেজর রশিদ ও ফারুকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অবিচল ছিল।

ঢাকা সেনানিবাসে তখন তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়নে সেনাসংখ্যা দুই হাজারের মতো। এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা কর্নেল শাফায়েত জামিলের কমান্ডের প্রতি অনুগত ছিলেন। কর্নেল শাফায়েত জামিল অত্যন্ত সাহসী ও আদর্শবান সৈনিক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসাধারণ অবদান ছিল। সম্মুখ সমরে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অধীনের সেনাদের অবিচল আস্থা ছিল"।

মেজর জেনারেল ইব্রাহীম, বীর প্রতীক এর মতে কর্নেল শায়ায়াত জামিল, "৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের শক্তিশালী কমান্ডার, আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে কর্নেল শায়ায়াত জামিলের পরিচালনায় ৪ বেঙ্গল বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে"।

২৬ মার্চ, ১৯৭১ এ ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিলের সহযোগী ছিলেন আর্মি মেডিকেল কোরের তৎকালীন লেঃ আখতার হোসেন (পরবর্তীতে মেজর)। তিনি তার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারনমূলক বই 'বার বার ফিরে আসি' তে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এর প্রতিটি ঘটনার বর্নানা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন উপ-অধিনায়ক খালেদ মোশাররফের অবর্তমানে, ক্যাপ্টেন শাফায়াত জামিল কিভাবে তরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে নিজ়েই ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক সহ তিনজন পাকিস্তানী অফিসার'কে বন্দী করে ফেলেন এবং ব্রাম্মনবাড়িয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন।

সেই দিনের এই তরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহন যে কত গুরুত্বপূর্ন ছিল তা আমরা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারি যদি আমরা দেখি সেইদিনের অন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলির অবস্থা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ইউনিট ছিল। এর মধ্যে যশোহরে ১ বেঙ্গল ও রংপুরে অবাস্থিত ৩ বেঙ্গলের অফিসার'দের সিদ্ধন্থীনতার কারনে অনেক বাঙ্গালী সৈন্য বিনাযুদ্ধে অসহায়ভাবে পাকিস্তানীদের হাতে নিহত হন। চট্টগ্রামে ছিল ৮ বেঙ্গল, এখানে অবস্থিত বাংগালী অফিসার'রা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার ফলে, ই বি আর, সি'তে অবস্থানরত দুই হাজারের মত বাঙ্গালি সৈন্য অসহায়ভাবে বেলুচ রেজিমেন্টের হাতে নিহত হন।

শুধুমাত্র ৪ বেঙ্গল ও ২ বেঙ্গল এর অফিসারদের সময়চিত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ফলে, এই দুইটি ইউনিটি একজনও সৈন্য অযথা প্রান হারায় নাই। অফিসারদের উপর সাধারন সৈনিকদের এই আস্থার প্রতিফলন আমরা দেখি ৭ নভেম্বর। যখন ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামক হঠকারী রাজনৈতিক পরীক্ষা'র ফলে, সেনাবাহিনীতে চরম বিশৃংখলা, অনেক অফিসার নিহত, লাঞ্ছিত এবং পলাতক, সেই সময়েও এই দুইটি ইউনিট এবং তার দেখাদেখি পাশ্ববর্তী ১ বেঙ্গল এ 'চেইন অফ কমান্ড' সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল

১৯৭৫ সালে ঢাকা ক্যান্টনোমেন্ট'এ কর্মরত ক্যাপ্টেন নজরুল ভাই (বীর প্রতীক), এর সাথে আমার পরিচয় হয়, ৭৫ থেকে ২০ পরে ১৯৯৫ সালে। নজরুল ভাই তখন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, থাকেন মগবাজারের ইস্পাহানী কলোনীর এক বাসায়, আমার বন্ধুর নীচতলায় । চৌকষ অফিসার কর্নেল নজরুল  সেনাবাহিনী'তে এবং বি এম এ'তে খুবই নামকরা অফিসার ও ইন্সট্রাক্টর হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। একই সাথে প্রচন্ড নীতিবান ও তোষামদ অপছন্দকারী হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল এবং নীতির কারনেই শেষ পর্যন্ত তিনি আর্মী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি জানতে চেয়েছিলাম, কর্নেল শায়ায়াত জামিল সম্পর্কে উনার মূল্যায়ন। নজরুল ভাইয়ের উত্তর ছিল, " উনার মত দেশপ্রেমিক, সৎ এবং যোগ্য অফিসার আমি আর দেখি নাই। উনি চাইলে ৩রা নভেম্বরই ক্ষমতা দখল করতে পারতেন কারন খালেদ মোশাররফের চেয়ে আর্মিতে উনি অনেক বেশী পরিচিত এবং গ্রহনযোগ্য ছিলেন"। উল্লেখ্য যে, ৩রা নভেম্বরের অভূথ্যান প্রসঙ্গে ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন'ও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন তার বইয়ে।

**বর্তমানে এই দুই বীরঃ** ১৯৭৫ থেকে ২০১০; এই ৩৫ বছরে, '১৫ আগষ্ট থেকে ৭ নভেম্বর' পর্যন্ত  বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী, জেনারেল ওসমানী আওয়ামী লিগের মনোনয়ন নিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করেন। বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী, অন্য দুই সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, ও মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ'ও পর্যায়ক্রমে এম, পি নির্বাচিত হন।

১৫ আগষ্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অত্যন্ত সাহসী ও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহনকারী এই দুই দেশপ্রেমিক সিংহ হৃদয় বীরের খবর আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে কেউ নেয় নাই। অথচ এদের কারনেই ১৫ই আগষ্টের খুনীরা ক্ষমতা ও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। **তাদের এই অসামান্য অবদানের কথা জাতি'র জানা খুবই প্রয়োজন।**

প্রিয় মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ভাই, আপনি এবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের দেশে কর্নেল শাফায়াত জামিল ও স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান'এর মত নির্লোভ দেশপ্রেমিকের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। আমি জানি না, এই দুই বীর'কে দেওয়ার মত কোন উপযুক্ত সম্পদ আমাদের দেশে আছে কি না!  আমি আশা করব আপনি অন্তত **আপনার ৭৫ এর ব্রিগেড কমান্ডার এবং ৭১ এর সহযোদ্ধা, এই দুই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংসদের পক্ষ থেকে জীবনভর দেশের প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন।** আর প্লিজ বলতে ভূলবেন না, সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও ক্রাক প্লাটুনের প্রতিষ্ঠাতা, 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমী, গায়ক আযম খান, মায়া, সামাদ, 'একাত্তুরের গেরিলা' জহিরুল ইসলাম এর মত শত সহস্র জানবাজ মুক্তিযোদ্ধার তৈরীর কারিগড়', দূদ্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ কর্নেল হায়দার'এর কথা।

স্পেনের গৃহযূদ্ধের এক নেত্রী,  ডিক্টেটার জেনারেল ফ্রাংকো'র বাহিনীর হাতে মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, "হাঁটু গেড়ে বেচে থাকার চেয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যূ বরন করা অনেক বেশী আনন্দদায়ক এবং সম্মানের'। কর্নেল শাফায়াত জামিল ও স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান'এর মত সিংহ হৃদয় বীর'রা যে সারাজীবন তাই মনেপ্রানে বিশ্বাস করে এসেছেন, তা নিয়ে আমার কোন দ্বিধা নেই কারন এই দুই সিংহ হৃদয় বীর নিশ্চিত মৃত্যূর ঝুকি নিয়ে তা বার বার প্রমান করে গ্যাছেন।

**দ্রষ্টব্যঃ** কর্নেল শাফায়াত জামিল ১৯৬৪ সালে কমিশন প্রাপ্ত হন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ছিলেন কর্নেল শাফায়াত জামিল এর কোর্সমেইট। প্রচারবিমুখ এই বীর মুক্তিযোদ্ধে বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর আরো বেশ কিছু জংগী বিমানচালক অংশ নিয়েছিলেন। যেমন মুক্তিবাহিনী'র উপ-সর্বাধিনায়ক এ কে খন্দকার, সেক্টর কমান্ডার এম কে বাশার, সাব সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দিন আহমেদ। এই তিন মুক্তিযোদ্ধাই পরবর্তীতে বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করেন। সাব সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ ও ফ্লাইং অফিসার আশরাফ এবং আরো বেশ কয়েকজন অফিসার'ও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখেন।

আমার জানামতে স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান'ই একমাত্র পাইলট যিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ইনফ্যান্ট্রি অফিসার হিসাবে সম্মুখ যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হন। স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য খেতাব পান, সম্ভবত বীর বিক্রম বা বীর প্রতীক।

তথ্য সূত্রঃ

১। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
২। ৭৫ এর তিনটি অভূত্থানঃ লে কর্নেল আব্দুল হামিদ
৩। বাংলাদেশ, দ্য আন ফিনিশড রেভূলশন, লরেন্স লিফস্যূলজ
৪। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর, মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহীম
৫। মাইনর টাইগার্স ও স্বাধীনতা যুদ্ধ, লেঃ কর্নেল মোঃ তৌফিক-ই-ইলাহী
৬। জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন, লেঃ কর্নেল এস আই নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম
৭। বার বার ফিরে আসি, মেজর আখতার হোসেন
৮। একাত্তরের বিশটি ভয়াবহ যুদ্ধ, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি
৯। মুক্তির জন্য যুদ্ধ, কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম
১০। একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-11-07/news/107247
৭৫ এ প্রতক্ষ্যদর্শী, লেখক

নাজমুল আহসান শেখ, ৩ নভেম্বর, ২০১০, সিডনী, Victory1971@gmail.com